

গ্লোরিয়াস কুমিল্লা ইম্পাহানীয়ানস (জিসিআই)এর গঠনতন্ত্র, ২০২৪

অনুচ্ছেদ ১ সংগঠনের নাম

গ্লোরিয়াস কুমিল্লা ইম্পাহানীয়ানস (জিসিআই)

অনুচ্ছেদ ২ সংস্থার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য

গ্লোরিয়াস কুমিল্লা ইম্পাহানীয়ানস (জিসিআই)একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনটি ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র/ ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত, যা তাদের কল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তাছাড়া সমাজ উন্নয়নমূলক ও মানবহিতৈষী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩ সংস্থার কার্যালয়

বাড়ীনং- ৬৭, রোডনং- ১১/এ, ধানমন্ডি ঢাকা- ১২০৯ (অস্থায়ী কার্যালয়)।
ভবিষ্যতে সংগঠনের কার্যালয় নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৪ কার্য এলাকা

এ প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকা প্রাথমিকভাবে ঢাকায় জেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৫ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী

(যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে)

- ৫.১। এ সংগঠন ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সেতুবন্ধন ফোরাম হিসাবে কাজ করবে।
- ৫.২। ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত, চাকরি/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নিজ জেলা, ছেলে মেয়ে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করবে।
- ৫.৩। এ সংগঠন সদস্যগণ ও তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করবে। তাছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
- ৫.৪। এ সংগঠন সদস্যগণ এবং তাদের সন্তানদের কল্যাণার্থে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, সামাজিক ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে ও পরিচালনা করবে এবং একাধিকক্রমের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে।
- ৫.৫। সদস্যগণের পরিবারবর্গ বিশেষ করে পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ির চিকিৎসা সেবায় সহায়তা প্রদান করবে।
- ৫.৬। শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গুণগত শিক্ষা, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ করে, স্কুল, কলেজ, মেডিকেল

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (School, College, Medical College & University) প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবমুখি বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

- ৫.৭। এ সংগঠন তার সদস্যগণ এবং তাদের সন্তানদের বাসস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থার নিমিত্ত আবাসিক বাসস্থান গড়ার উদ্যোগ নিতে পারবে।
- ৫.৮। এ সমিতি একটি সামাজিক সংগঠন হিসাবে সমাজের দুস্থ, অসহায়, অসুস্থ ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে আর্থিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান করবে।
- ৫.৯। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, বন্যাপীড়িত মানুষের সহায়তার নিমিত্তে স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা এবং অবহেলিত দারিদ্রপীড়িত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমগ্রহণ করবে।
- ৫.১০। সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্তে বিদ্যালয়/ মাদ্রাসাপ্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা পরিচালনা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ এবং বিনামূল্যে বই সরবরাহ করবে।
- ৫.১১। অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ মানবগোষ্ঠিকে উন্নত পদ্ধতিতে বিনামূল্যে সেবামূলক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ করবে।
- ৫.১২। সমাজের মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসা খরচ চালাতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সহযোগীতা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রচারণা, র্যালী, সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্সের আয়োজন করবে।
- ৫.১৩। সমাজের অবহেলিত বিধবা, তালাক প্রাপ্তা ও গরীব মহিলাদেরকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও সংগঠন পরবর্তীতে সময়ের সাথে সংগতি রেখে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের মধ্য থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়িত করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৬ **সদস্য অন্তর্ভুক্তি, ধরণ ও বাতিল**

৬.১ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ এ সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

৬.২ সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

এ সংগঠনের সদস্য হতে ইচ্ছুক ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণকে সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সদস্য ভর্তি ফিসসহ সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ সমিতির কার্যালয়ে নির্ধারিতব্যক্তির নিকট জমা দিতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্যপদের আবেদন পত্র মঞ্জুর/খারিজ করা হবে।

৬.৩ সদস্যের ধরণ

এ সমিতির নিম্নরূপ সদস্য থাকবে-

- ক) **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:** যারা প্রাথমিক ভাবে এ সংগঠন স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর সংগঠন স্থাপনায় উদ্যোক্তা ছাত্ররাই এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে পরিগণিত হবে।

- খ) **সাধারণ সদস্য:** যারা ভর্তি ফি এককালীন টাকা ৫০০০/- ও মাসিক চাঁদা টাকা ৫০০/- এবং ফর্ম বাবদ টাকা ১০০/- প্রদান করে যথাযথভাবে ফর্ম পূরণকরে জমা দিবেন তারাই সমিতির সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন ।
- গ) **আজীবন সদস্য:** কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ এককালীন চাঁদা প্রদান করবেন তারা আজীবন সদস্য রূপে বিবেচিত হবেন। বর্তমানে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এককালীন পরিশোধ করলে আজীবন সদস্যরূপে গণ্য হবেন। পরবর্তিতে এ অর্থের পরিমাণ প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

৬.৪ সদস্যপদ বাতিল

- ক) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কিংবা সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কোন কাজ প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তার সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।
- খ) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে।
- গ) মৃত্যু হলে বা কোন আদালতে নৈতিক স্থলন অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হলে।
- ঘ) কোন সদস্য সংগঠনের মাসিক চাঁদা একাধিক্রমে ০৩ (তিন) বছর প্রদান না করলে।
- ঙ) গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া পর পর ৩টি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত না থাকলে।
- চ) কোন মেডিক্যাল বোর্ড বা সিভিল সার্জন কর্তৃক পাগল কিংবা উন্মাদ প্রমাণিত হলে।
- ছ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

- জ) সংগঠনের তহবিল তছরূপ করলে।
- ঝ) সংগঠনের মূল্যবান রেকর্ডপত্র স্বেচ্ছাচারীভাবে কুক্ষিগত করে সংগঠনের কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করলে।
- ঞ) কোন সদস্য এ সংগঠনে বেতন ভুক্ত চাকরী গ্রহণ করলে।

৬.৫ বাতিলকৃত সদস্যের পুনরায় সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যে সদস্য নিজে সদস্যপদ বাতিলের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং নতুন সদস্য হবার সকল প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।
- খ) বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি আদালত কর্তৃক আবার উক্ত ঘোষণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।
- গ) ০৩ (তিন)বছরের মাসিক চাঁদা বকেয়া থাকার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন, তিনি উক্ত চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।
- ঘ) কোন মেডিক্যাল বোর্ড বা সিভিল সার্জনকর্তৃক কোন সদস্য উন্মাদ / পাগল বলে ঘোষিত হওয়ার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি মেডিক্যাল বোর্ড বা সিভিল সার্জনদ্বারা আবার সুস্থ বলে ঘোষণা করার পর তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।
- ঙ) বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি উচ্চতর আদালতের মাধ্যমে উক্ত সাজা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন

করলে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

- চ) অন্যান্য কারণে কারো সদস্যপদ বাতিল হলে যদি তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন তাহলে তার সদস্য প্রদানের বিষয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদে উত্থাপিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদন অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

৬.৬ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

গঠনতন্ত্রের উপ-অনুচ্ছেদ ৬.৪ এ বর্ণিত কারণে বা অপর কোন বিশেষ কারণে সংগঠনের কোন সাধারণ সদস্য অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হলে অভিযোগকারীকে/অভিযোগকারীদেরকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির নিকট লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করতে হবে। বিষয়টি কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উত্থাপিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে অথবা প্রয়োজন মনে করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সদস্যদের নিয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবে। উক্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৬.৭ আপীল

কোন সদস্যকে যদি সংগঠন কর্তৃক বেআইনিভাবে স্থায়ী/অস্থায়ী ভিত্তিতে সদস্যপদ বাতিল করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করলে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হলে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ তার সদস্যপদ পূর্বহাল করতে পারবেন।

৬.৮ পদ হতে ইস্তফা

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অথবা যে কোন সাধারণ সদস্য ইস্তফা দিতে চাইলে অবশ্যই ইস্তফা দেবার কারণ উল্লেখ করে সভাপতি বরাবরে আবেদন পেশ করতে হবে।
- খ) সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করবেন কিংবা বাতিল করতে পারবেন। মতানৈক্য দেখা দিলে সভাপতি নিজেই তার সমাধান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৭ সদস্যদের অধিকার

- ক) সকল সদস্যের সমান ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে।
- খ) সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক সাধারণ সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা হবে।
- গ) সংগঠনের উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যগণ মতামত ও সুপারিশ পেশ করতে পারবেন বা মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।
- ঘ) সদস্যগণ মাসিক চাঁদা, মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে অগ্রিম চাঁদা প্রদান করতে পারবেন। তবে পরপর ০৩ (তিন) বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে সেক্ষেত্রে তার সদস্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮ সাংগঠনিক কাঠামো

সংগঠনের তিন স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে, যা নিম্নরূপ-

- ক) সাধারণ পরিষদ
- খ) উপদেষ্টা পরিষদ
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

৮.১ সাধারণ পরিষদ গঠন ও কার্যাবলী

- ক) সংগঠনের সাধারণ সকল সদস্য নিয়ে এ সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।
- খ) এ পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিষদ বলে গণ্য হবে।
- গ) এ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদগঠন ও অনুমোদন করবে।
- ঘ) এ পরিষদ সংগঠনের পরিকল্পনা, বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রভৃতি অনুমোদন এবং গঠনতন্ত্রের সংশোধন, সংগঠনের বিলুপ্তির প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।
- ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার তলবি সভা আহ্বান করার ক্ষমতা থাকবে।
- চ) সংগঠনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।
- ছ) সংগঠনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।
- জ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।
- ঝ) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের সভার মাধ্যমে মোট সাধারণ সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে।
- ঞ) সংগঠনের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের সভার মাধ্যমে মোট সাধারণ সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- ট) সংগঠনের দুর্যোগ মুহুর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ঠ) সংগঠনের আর্থিক নিয়মাবলী ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।

ড) তলবী সভা আহবানপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।

৮.২ উপদেষ্টা পরিষদগঠন ও কার্যাবলী

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের পরামর্শপ্রদানে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে।
- খ) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে এবং উৎসাহী, দক্ষ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, গণমান্য ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমন্বয়ে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে এ পরিষদ গঠন করতে হবে। এ পরিষদের মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর।
- ঘ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সমিতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও কল্যাণমূলক কাজে পরামর্শ প্রদান ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

৮.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও কার্যাবলী

- ক) সংগঠনের সাধারণ সদস্যগণের ভোটে এ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।
- খ) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- গ) সংগঠনের সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা।
- ঘ) বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা।
- ঙ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা।
- চ) সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা এবং দৈনন্দিন খরচ অনুমোদন করা।

- ছ) অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষা ফার্ম/সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তাকর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা।
- জ) সংগঠনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা।
- ঝ) সংগঠনের সকল হিসাব- নিকাশ, খরচের ভাউচার, বই ও ক্যাশবই সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা।
- ঞ) সংগঠনের জনবল নিয়োগের বিষয়ে চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা।
- ট) সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলনিয়োগ করা এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করা এবং তাদের পরিচালনা করা।
- ঠ) বিশেষকার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা।
- ড) বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা।

কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন:

১।	সভাপতি	০১জন
২।	সহ-সভাপতি	০২জন
৩।	সাধারণ সম্পাদক	০১জন
৪।	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০১জন
৫।	কোষাধ্যক্ষ	০১জন
৬।	দপ্তর সম্পাদক	০১জন
৭।	শিক্ষা, সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	০১জন
৮।	নির্বাহী সদস্য	০৩ জন

মোট	১১জন
-----	------

৮.৪ কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং যোগ্যতা

৮.৪.১ সভাপতির দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা:

- ক) তিনি সংগঠনের প্রধান হিসাবে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সভার সভাপতিত্ব করবেন।
- খ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নীতিমালার আলোকে সংগঠনের বাজেটসহ সকল কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক সাধারণ সাধারণ সভায় পেশ করিয়া অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করবেন।
- গ) তিনি সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, বর্ধিতকরণ ও পরিচালনা সহ অর্পিত অন্যান্য কর্ম পালন করবেন।
- ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির মাধ্যমে সংগঠনের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ, অব্যাহতি ও অবসর দেওয়া ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সুযোগ-সুবিধা ও বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করবেন।
- ঙ) তিনি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে সংগঠনের পক্ষে সকল প্রকার চুক্তি (প্রশাসনিক, আর্থিক কিংবা বৈষয়িক) স্বাক্ষর করবেন।
- চ) তিনি সোসাইটির দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাল্ড সচল ও সাবলীল রাখার প্রয়োজনে অন্যান্য যাবতীয় কর্মসম্পাদন করবেন।
- ছ) তিনি বা তার পক্ষে সম্পাদক যে কোন ফোরামে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
- জ) তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা আরোপ করতে পারবেন। কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মিমাংসা করবেন।
- ঝ) তিনি এ সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবেন।

৮.৪.২ সহ-সভাপতির দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা:

- ক) তিনি/ তাহারা কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।
- খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোন সভায় জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ) সহ-সভাপতিগণ সোসাইটির নীতি নির্ধারণী গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করবেন।

৮.৪.৩ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

- ক) তিনি সংগঠনের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসাবে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সভাপতির পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।
- খ) তিনি সংগঠনের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- গ) সকল (সরকারী-বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানের সাথে চিঠি-পত্র আদান প্রদান তার স্বাক্ষরে সম্পন্ন হবে।
- ঘ) তিনি সংগঠনের কর্মচারী পরিচালনা, তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবেন।
- ঙ) সভাপতির অনুমোদন নিয়ে তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।
- চ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সকল সভা উপস্থাপনা/ সঞ্চালনা করবেন।

৮.৪.৪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

- ক) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি আর্থিক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের মতই দায়িত্ব পালন করবেন।
- খ) সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সহায়তা করবেন।

গ) বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

৮.৪.৫ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

- ক) তিনি সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে রসিদের মাধ্যমে মাসিক চাঁদাসহ যাবতীয় অর্থ আদায় এবং ব্যাংক হিসাবে জমাদানের ব্যবস্থা নিবেন।
- খ) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করবেন।
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে তা সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করবেন।
- ঘ) চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, আয়- ব্যয়ের রেজিস্টার ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ক রেজিস্টারসমূহ সংরক্ষণ করবেন।
- ঙ) সংগঠনের যাবতীয় আর্থিক হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করবেন।
- চ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সংগঠনের অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে যেকোন অভিজ্ঞ অডিট ফার্ম দিয়ে সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিট করাবেন এবং অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৮.৪.৬ দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

- ক) সংগঠনের অফিস, অফিসের যাবতীয় নথিপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
- খ) তিনি সংগঠনের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সংগঠনের অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

৮.৪.৭ শিক্ষা, সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা:

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা, সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- খ) তিনি সদস্যগণের সন্তানদের শিক্ষাসফর এবং গরীব, অসহায় ও এতিম অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিবেন।
- গ) তিনি সদস্যগণের সন্তানদের নিয়মিত সাহিত্য চর্চার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ঘ) তিনি সংগঠনের সদস্য ও তার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবিধ কার্যক্রম যেমন- সরকারী কিংবা বেসরকারী হাসপাতালের সাথে চিকিৎসা সেবার প্যাকেজ চুক্তির উদ্যোগ, আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসার তদারকী করা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ঙ) ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আর্থিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিবেন।
- চ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করা ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি অন্যান্য কাজ করবেন।

৮.৪.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

- ক) কার্যকরী পরিষদের সভার মাধ্যমে অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সদস্যবৃন্দ পালন করবেন।
- খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করা ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি অন্যান্য কাজ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৯ পৃষ্ঠপোষক পরিষদ

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরপুনর্মিলনী বা কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা ও পরামর্শের জন্য নিম্নবর্ণিত পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের সহায়তার প্রয়োজন বিবেচনায় তাদের সম্মতিক্রমে সমিতির একটি পৃষ্ঠপোষক পরিষদ গঠন করা হবে।

- ক) জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি), কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট
- খ) ভাইস চ্যান্সেলর, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা
- গ) জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
- ঘ) ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি
- ঙ) ইস্পাহানীগ্ৰুপের (Ispahani Group, M M Ispahani Ltd) চেয়ারম্যান
- চ) অধ্যক্ষ, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট।

অনুচ্ছেদ ১০ সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী

নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে সংস্থার তহবিল গঠন করা যাবে।

- ক) সদস্যগণের চাঁদা ।
- খ) সরকারী অনুদান
- গ) দাতা সংস্থা (দেশী/বিদেশী) থেকে প্রাপ্ত অনুদান।

- ঘ) কার্যকরী পরিষদ অন্যান্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- ক) সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে এক বা একাধিক চলতি অথবা সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যাবে।
- খ) সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে। সভাপতির সাথে সাধারণ সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে আর্থিক লেন-দেন করা হবে।
- গ) সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হস্তমজুদ রাখতে পারবেন। সকল খরচ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- ঘ) তহবিলের অর্থ সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যয় করা হবে। সেক্ষেত্রে কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সদস্যগণের কল্যাণার্থে কার্যক্রম গ্রহণসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অসহায়দের মঙ্গল, আর্থিক ও সামাজিক উত্তরণের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।
- ঙ) সংগঠনের নামে সংগৃহিত নগদ অর্থ কোন অবস্থাতে হাতে রাখা যাবে না। সংগৃহিত অর্থ প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংগঠনের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে জমার রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) সংগঠনের নামে সংগৃহিত অর্থ সরাসরি ব্যাংক হিসাবে জমাকরণের নিমিত্ত দাতা/ সদস্যগণকে পরামর্শ দেয়া/ উৎসাহিত করা হবে।
- ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংগঠনের নামে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। আর্থিক সাহায্য প্রদানকারীকে অবশ্যই রশিদ দেয়া হবে।

জ) সকল ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১১.১ নগদ অর্থ সংরক্ষণ ও একাউন্ট হতে টাকা উত্তোলন

দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সর্বোচ্চ ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাকা নগদ হাতে রাখতে পারবেন। বেশী অংকের অর্থের প্রয়োজন হলে যে কাজে অর্থ খরচ হবে, তার বর্ণনা, বাজার দর যাচাইপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিয়ে অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করা যাবে। খরচকৃত অর্থ ভাইচারসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করে যথাযথভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১২

আয়-ব্যয় নিরীক্ষা পদ্ধতি

সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি আর্থিক বছরের শেষে প্রস্তুত করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন সনদপ্রাপ্ত হিসাব পরীক্ষক বা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা সরকার অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টস ফার্ম কিংবা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে নিরীক্ষা করতে হবে। প্রতিবছরের নিরীক্ষিত হিসাব নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে এবং একটি কপি সংগঠনের দপ্তরে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক

সংগঠনের বৈদেশিক সাহায্য/ অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের ফরেন ডোনেসন্স (ভলান্টারী একটিভিটিস) রেগুলেশন অ্যাক্ট [Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016] [Act of 43 of 2016] এর বিধি বিধান

অনুসরণ করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদানের অর্থ সংগঠনের নামে যে কোন একটি সিডিউল ব্যাংকে একটি আলাদা হিসাব খুলে তা পরিচালনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ

- ক) সংগঠনের নামে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণকৃত অর্থ দিয়ে গৃহীতব্য কাজের বাস্তবতা বিবেচনা এবং পরিমিত মাত্রা অনুসরণ করা হবে।
- খ) ঋণ গ্রহণের কারণ, যে কাজে ঋণ গ্রহণ করা হবে তার উপযোগিতা (Feasibility) পরীক্ষা করা, ঋণের অর্থ পরিশোধের মেয়াদ ও সুদের হার ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- গ) অতঃপর ঋণ প্রস্তাব ও গৃহীতব্য কাজের বিস্তারিত বিবরণী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপনকরত: অনুমোদন নিয়ে ঋণের অর্থ গ্রহণের কার্যক্রম নেয়া যাবে। কোনোক্রমে পরিশোধের সক্ষমতার বেশী কোন অংকের অর্থ ঋণ করা যাবে না।
- ঘ) ঋণ প্রস্তাব, ঋণের অর্থের পরিমাণ ও গৃহীতব্য কাজের সাথে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ঋণ নিয়ে অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, প্রতারণামূলক কোন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলে সংগঠনের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
- ঙ) বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণকৃত ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য/অনুদানের অর্থপরিচালনার ক্ষেত্রে, সংগঠনের নামে যে কোন একটি সিডিউলব্যাংকে একটি আলাদা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে তা পরিচালনা করা হবে। অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় এ হিসাব পরিচালনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ও নির্বাচন কমিশন

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর। তবে প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদ ০২ (দুই) মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।
- খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সভা করে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। গঠিত নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণকরত: অনুমোদন নিতে হবে।
- গ) নির্বাচন কমিশনের নিকট এ দায়িত্ব পালনের পত্র পরিষদের মেয়াদ পূর্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।
- ঘ) কোন দৈব দুর্ঘটনা, রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা কিংবা কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চলমান কমিটি দায়িত্ব পালন করতে পারবে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করবে।
- ঙ) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত খরচ ব্যতিরেকে অন্য কোন আর্থিক লেন-দেন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫.১ নির্বাচন কমিশন

বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী কিংবা প্রস্তাবক ও সমর্থক হচ্চেন না সংগঠনের এমন ০৩ (তিন) জন সদস্যদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা যাবে। এছাড়াও নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও নির্বাচন কমিশন গঠন করা যাবে। ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ০২ (দুই) জন নির্বাচন কমিশনার হবেন।

১৫.২ নির্বাচন পদ্ধতি

- ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে নির্বাচন সমাপ্ত করতে হবে।
- খ) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।
- গ) নির্বাচন নিম্নোক্ত ২ (দুই) ভাবে সম্পন্ন করা যাবে।
(ক) সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা যাবে।
(খ) নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে।
- ঘ) সংগঠনের সদস্যগণ নির্বাচনে ভোটার হিসাবে বিবেচিত হবেন।
- ঙ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করবেন। উক্ত তফসীলে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও তারিখসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
- চ) যে সকল সদস্য নির্বাচনের তারিখের কমপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করবেন, তাদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হবে এবং তারা ভোটার হিসাবে গণ্য হবেন। সংগঠনের চাঁদা হালনাগাদ পরিশোধিত না থাকলে কোন সদস্যই ভোটার হতে পারবেন না। ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলে ভোটার হওয়া যাবে। আজীবন সদস্যগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন।
- ছ) নির্বাচন কমিশন সংগঠনের সদস্যরেজিষ্টার বহি, নবায়ন সংক্রান্ত কাগজ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে যথাসময়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবেন।
- জ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ ২৫(পঁচিশ) দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। খসড়া ভোটার তালিকায় কারো আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের ০২(দুই) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন

- বরাবরে আবেদন করা যাবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র / আবেদনপত্রসমূহ / আপত্তিসমূহ ০১ (এক) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন মিমাংসা করবে।
- ঝ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাই, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনের তারিখ, ভোট গণনা, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সময় ও তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
- ট) মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আপীল করা যাবে। আবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ইহা নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে।
- ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলের বিরুদ্ধে কারো আপত্তি থাকলে ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ড) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার নোটিশ ও নির্বাচনী তফসীল প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডাকযোগে বা বাহক মারফত প্রেরণ করবেন। প্রয়োজনে পত্রিকায় এতদবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবেন।
- ঢ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অর্থাৎ মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার ইত্যাদি প্রস্তুত করবেন। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্রের মূল্য, ভোটার তালিকার মূল্য এবং প্রার্থীর জামানত ফিস ইত্যাদি কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন। বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন।
- ণ) তফসীল ঘোষিত হওয়ার পর দৈব-দুর্বিপাক বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচন কমিশন

পরবর্তী ০১(এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ত) নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবার ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ তালিকা প্রাপ্তির ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করত: অনুমোদন প্রদান নিশ্চিত করবেন।

থ) বিদ্যমান কার্যকরী পরিষদ তাদের মেয়াদ পূর্তি অন্তে অনুমোদিত নবনির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

১৫.৩ কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য বৃন্দের অনুপস্থিতি

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য এক নাগাড়ে তিনটি সভায় বিনাকারণে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় কোন সদস্যের অনুপস্থিত থাকার কারণ ঘটলে তিনি অবশ্যই সভাপতিকে লিখিতভাবে জানিয়ে ছুটি নেবার অধিকারী হবেন।

১৫.৪ শূণ্য সদস্যপদ স্থলাভিষিক্ত করা

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের পদ শূণ্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ যেকোন সাধারণ সদস্যকে স্থলাভিষিক্ত করে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করতে পারবে। কার্যকরী পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে ইহা করতে হবে।

১৫.৫ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর হবে। নতুন পরিষদের দায়িত্ব নেয়ার দিন থেকে তাদের কার্যকাল গণনা করা হবে।

১৫.৬ প্রশাসক নিয়োগ

০২ (দুই) বছর পূর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্ব থেকেই নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদনির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যদি কোন অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত কারণবশত: সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আরো অতিরিক্ত ৩ (তিন) মাস কার্যভার বহন করতে পারবে। তবে, কেন নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না তা উল্লেখ পূর্বক নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে। এরপরও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করে সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের মতামত সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

১৫.৭ কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা হস্তান্তর

বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ যে দিন শেষ হবে সেদিন কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট বিদায়ী পরিষদ দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন তাহলে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতা লাভ করবেন এবং সংগঠনের হিসাবপত্র ও কাগজ-পত্রাদি প্রাপ্তির জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রাক্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের এরূপ কার্যকলাপ গঠনতন্ত্র বিরোধী বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৬ কর্মচারী নিয়োগ

- ক) সংগঠনের কাজের প্রয়োজনে কখনো কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সাধারণ পরিষদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদবী, বেতন-ভাতাদি সহ যাবতীয় বিষয়ের অনুমোদন নিয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে।
- খ) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর বহুল প্রচার বা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যথাসম্ভব সরকারী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে কর্মকর্তা / কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে।
- গ) কার্যনির্বাহী পরিষদকর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদএকটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করবে। নিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭ কর্মচারী পরিচালনা

সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনার জন্য একটি চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ প্রশাসনিক কর্মকাল পরিচালনা

সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের প্রশাসনিক কর্মকাল পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯ সভার নিয়মাবলী

(ক) সাধারণ পরিষদ সভা

প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে এক বছরের আগেও সভা আহ্বান করা যাবে। এই সভাতে পূর্ববর্তী বছরের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট পেশ ও অনুমোদন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে। কমপক্ষে ০১ (এক)মাসের নোটিশে উক্ত সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভার লিখিত নোটিশ জারী করবেন। এই সভার কোরাম ১/৩(এক তৃতীয়াংশ) সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। সভাপতি সাধারণ সভাসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। গঠনতন্ত্র সংশোধনী সংক্রান্ত সাধারণ সভার কোরাম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

সাধারণত: প্রতি ৩ (তিন) মাসে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে ৩ (তিন) মাসের আগেও সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভার স্থান, তারিখ ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখপূর্বক লিখিত নোটিশ জারী করবেন। কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে উক্ত সভা আহ্বান করা যাবে। এই সভার কোরাম ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(গ) জরুরী সভা

(১) সাধারণ পরিষদের জরুরী সাধারণ সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এবং অতি জরুরী সাধারণ সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন। এই সভার কোরাম ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে এবং অতি জরুরী সভা কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে।

সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহবান করবেন।
উক্ত সভার কোরাম ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে
কোরাম পূর্ণ হবে।

(ঘ) তলবী সভা

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন কোন সভা আহবান না করলে সাধারণ
পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য লিখিতভাবে নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে
সভা আহবানের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করবেন। সভাপতি উক্ত নোটিশ
প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সভা আহবান না করলে সাধারণ পরিষদের
২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য উক্ত নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচীর উপর সভা আহবানের
জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করবেন। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের)
দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করতে ব্যর্থ হলে সাধারণ
পরিষদের উক্ত সদস্যবৃন্দ তলবী সভা আহবান করে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা
করবেন এবং উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের
সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে নোটিশে বর্ণিত আলোচ্যসূচী ছাড়া অন্যান্য
কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না।

(ঙ) মূলতবী সভা

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, সাধারণ পরিষদ সভা, গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাধারণ
সভা বা জরুরী সভা কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে
মূলতবী হলে উক্ত সভা পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই একই
আলোচ্যসূচীর উপর অনুষ্ঠিত হবে। যদি উক্ত সভা কোরামের অভাবে মূলতবী
হয় তবে পরবর্তী সভায় কোরাম পূর্ণ না হলেও সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে
এবং এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ২০ অনাস্থা প্রস্তাব

কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিত আকারে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে সেই সঙ্গে একটি তলবী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত সভায় পরিষদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে পরিষদকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। অতঃপর অনাস্থা ভোট গ্রহণ করা হবে।

সভায় উপস্থিত সদস্যের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য অনাস্থা ভোট প্রদান করলে উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং এর পরপরই উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি (একজন আহ্বায়ক এবং বাকী চারজন সদস্য) গঠন করবে। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কোন কারণে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে এ বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ২১

পদত্যাগ

সাধারণ পরিষদের কোন সাধারণ সদস্য অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য/ কর্মকর্তা একযোগে পদত্যাগ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২২

চাঁদা আদায় রসিদ বহি সংরক্ষণ

- ক) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর সম্বলিত ছাপানো রসিদ বহির মাধ্যমে চাঁদা বা যে কোন আর্থিক অনুদান গ্রহণ করতে হবে।
- খ) রসিদ বহি বিতরণের সুনির্দিষ্ট রেজিস্টার থাকবে। চাঁদা আদায়কারী উক্ত রেজিস্টারে সই করে রসিদ বহি গ্রহণ করবেন
- গ) রসিদ বহি হারানো গেলে তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদককে জানাতে হবে। হারানোর কারণ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে বিষয়টি পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- ঘ) ব্যাংক বা অনলাইনের মাধ্যমে টাকা জমা করা হলে এ্যাপসের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক রিসিপ্ট দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ২৩ গঠনতন্ত্রের সংশোধন

গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব/ প্রস্তাবাবলী সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে তা গৃহীত হবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে এবং তা অনুমোদিত হলেই গঠনতন্ত্রের সংশোধন হিসাবে গণ্য হবে এবং কার্যকর করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৪ কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন

প্রতিবার নির্বাচনের পরপর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় উক্ত কমিটির কার্যক্রম বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

অনুচ্ছেদ ২৫ আইন ও বিধির প্রাধান্য

এ গঠনতন্ত্রে যা কিছু থাকুক না কেন সংগঠনটি ১৯৬১ সনের স্বৈচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ও বিধি ১৯৬২ এর আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে। সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ও বিধি ১৯৬২ বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ২৬ বিলুপ্তি

কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংগঠনেরসাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য যদি এর বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। সংস্থার বিলুপ্তির বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন। এক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংগঠনের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একই ধরনের সক্রিয় অন্য কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যাবে। এ বিষয়ে জটিল যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সমাপ্ত